দৈনিক বাংলা

তারিখ ...1 .1. AUG 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ২

26

আরও একটি শিক্ষায়তন বন্ধ

আরও একটি শিক্ষায়তন বন্ধ হয়ে গেল। ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এর কারণ, সেখানকার দুটি ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধ। যথাসময়ের আগে কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচনের ফল ফাঁস করে দেয়ার ফলে এই বন্দুক যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। হালে অনেক শিক্ষাঙ্গন লড়াই-এর ময়দানে পরিণত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো বটেই, জগন্নাথ কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজও ঐ একই কারণে বন্ধ রয়েছে। এদিকে শুক্রবার ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ করে দেয়ার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সব কটি মেডিক্যাল কলেজই বন্ধ হয়ে গেল। এর কোন্‌টা কবে খুলবে কে জানে?

সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে আরো অনেক কলেজই বন্ধ রয়েছে। ওদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে গত ৮ মাস ধরে। সেখানে কোন অবস্থাতেই পরিস্থিতির উন্নতি ঘটছে না। শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান এই অবস্থা কারো কাম্য নয়। অথচ পরিস্থিতির কোনরকম উন্নতিই সাধিত হচ্ছে না।

শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সংঘর্ষ ও তার পরিণামে সেগুলো বন্ধ থাকার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে চরম স্থবিরতা বিরাজ করছে। এর ফলে সাধারণ ছাত্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাদের অভিভাবকদের ব্যয় বাড়ছে। অন্যদিকে জাতি হিসেবে আমরা পিছনে পড়ে যাচ্ছি---তলিয়ে যাচ্ছি।

গত মাসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এক বৈঠকে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে পরে পুনরায় আলোচনা হবে বলেও ঘোষণা করা হয়েছিল। অন্যদিকে বিষয়টি সম্পর্কে জাতীয় সংসদেও আলোচনার সিদ্ধান্ত নেয়াহয়েছে।

জাতীয় সংসদ এযাবৎকাল বাজেট এবং সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। সেই ব্যস্ততার এখন অবসান ঘটেছে। এখন সময় এসেছে শিক্ষাঙ্গন থেকে অশান্তি দূর করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের। সমস্যাটি এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে কোন অবস্থাতেই আর এ ব্যাপারে বিলম্ব করা সমীচীন নয়। আমরা তাই এ ব্যাপারে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের ব্যাপারটি রাজনৈতিক; সুতরাং তা রাজনৈতিকভাবেই মোকাবিলা করতে হবে। আমরা দেশের সকল রাজনৈতিক দলের নিকট থেকেই এ ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি। এই দায়িত্ব পালনে আমরা ব্যর্থ হলে গোটা জাতিকেই এর জন্যে চরম মূল্য দিতে হবে।